The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

Ethical Evaluation of Embodied Experience and Disability in light of Adwaita Vedānta Ethics and Buddhist Ethics

Rupam Dutta

Ph.D. Research Scholar, Department of Sanskrit, University of Calcutta. Email-rupam7431@gmai.com

Abstract:-

In The Recent Global Context, Human Rights, Inclusion and Social Justice have become central issues. It is therefore clear that Embodied Experience and Disability are not secondary to Moral Analysis, but rather a very important Fundamental area. The Direct Experience of Suffering, Limitation and Pain is Constructed through The Body; Morality is therefore not a set of Abstract Rules, Rather it is a way for Bodily to Respond. The purpose of this Research is to construct an Ethical Evaluation of Embodied Experience and Disability in light of Adwaita Vedānta Ethics and Buddhist Ethics. This Research Paper has Four Objectives, such as - (1) To Construct an Ethical Evaluation of Embodied Experience in the light of Adwaita Vedānta Ethics and Buddhist Ethics. (2) To Construct an Ethical Evaluation of Disability in the light of Adwaita Vedānta Ethics and Buddhist Ethics. (3) To Construct a Combined Ethical Evaluation of Embodied Experience and Disability in the light of Adwaita Vedānta Ethics and Buddhist Ethics. (4) To Highlight The Relevance of Embodied Experience and Disability in The Present Day in the light of Adwaita Vedānta Ethics and Buddhist Ethics. The Creative Dialogue between The Ontological Unity of Adwaita Vedānta (preached by Ācārya Śaṅkara), The Practical Ethics of Swāmī Vivekānanda and The Principles of Compassion, Interdependence, Sensitivity, Rights, Inclusion, Equality and Justice of Gautama Buddha's Buddhist Ethics & Ambedakara's Social Thought Redefines the Moral significance of Embodied Experience and Disability. From this analysis, it becomes clear that Disability is not a defect that needs to be overcome; rather, it has become a very important deeper field of Moral Consciousness, where Bodily Reality becomes the basis for the Reconstruction of Human Dignity, Interdependence, and Justice. Therefore, Placing Embodied Experience at the center of Morality is not just a Theoretical Reorientation; rather, it is also an Essential Philosophical Direction for the Reconstruction of Inclusion, Rights, Unity, Equality, Sensitivity, Service (Mutual Recognition, Relational Moral Coexistence), Human Dignity, Interdependence, Compassion, and Justice-based Humanity in The present society; which cannot be ignored in any way.

Keywords:- *Adwaita Vedānta Ethics, Buddhist Ethics, Embodied Experience, Disability, Swāmī Vivekānanda, Āmbedakara*

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

(১) ভূমিকা:-

যদিও সমসাময়িক দর্শনে দেহগত অভিজ্ঞতা ও প্রতিবন্ধিতার নৈতিক মূল্যায়ন ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব লাভ করেছে, তবুও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে এই বিষয়ে এখনও তুলনামূলক ও সমন্বিতভাবে আলোচনা সীমিত পর্যায়ে আছে। বিশেষত অদ্বৈত বেদান্তের সত্তাতাত্ত্বিক একত্ব বা ঐক্য এবং বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার দেহগত চেতনার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে প্রতিবন্ধিতার নৈতিক তাৎপর্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা এখনও তুলনামূলকভাবে সীমিত আকারে রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য হলো অদ্বৈত বেদান্ত নীতিবিদ্যা এবং বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার আলোকে দেহগত অভিজ্ঞতা ও প্রতিবন্ধিতার একটি সমন্বিত নৈতিক মূল্যায়ন নির্মাণ করা।

শঙ্করাচার্য কর্তৃক প্রচারিত অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বের বা ঐক্যের ভিত্তিতে মানব মর্যাদার একটি সার্বজনীন সত্তাতাত্ত্বিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে দেহগত ভিন্নতা নৈতিক অবমূল্যায়নের কারণ নয়। তবে, যেহেতু এই দৃষ্টিকোণটি প্রধানত অধিবিদ্যাগত স্তরে অবস্থান করছে, তাই দেহগত অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতা আংশিকভাবে অস্পষ্ট থেকে যায়। এই সীমাবদ্ধতাকে স্বামী বিবেকানন্দ একটি ব্যবহারিক নৈতিকতায় রূপান্তরিত করেন, যেখানে যিনি 'জীব সেবা'-র মাধ্যমে ঐক্যের বোধকে এক সক্রিয় নৈতিক দায়িত্বে রূপান্তরিত করেন এবং সকলের দৈহিক যন্ত্রণার প্রতি সাড়া দিয়ে তা প্রতিকার করার প্রয়াসকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে বৌদ্ধ নীতিবিদ্যায় দুঃখকে মানব অস্তিত্বের এক মৌলিক সত্য হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে এবং দেহগত অভিজ্ঞতাকে নৈতিকতার সূচনাবিন্দু বলা হয়েছে। প্রতীত্যসমুৎপাদ ও অনাত্মা তত্ত্বের আলোকে দেহকে একটি সম্পর্কযুক্ত ও পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া হিসেবে বোঝা হয়েছে, যেখানে সহমর্মিতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সংবেদনশীলতা প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে নৈতিকতার বিকাশ ঘটায়। এই নৈতিকতাকে বি. আর. আম্বেদকর আধুনিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রসারিত করেন, তিনি দুঃখকে সামাজিক বৈষম্য ও কাঠামোগত অবিচারের সঙ্গে যুক্ত করে নৈতিকতাকে সহমর্মিতা থেকে অধিকার ও ন্যায়বিচারের দিকে প্রসারিত করেন।

এই গবেষণাপত্র প্রমাণ করতে চায় যে অদ্বৈত বেদান্তের ঐক্যবোধ, বৌদ্ধ দর্শনের সহমর্মিতা ও সম্পর্কভিত্তিক নৈতিকতা, স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহারিক নৈতিকতা এবং আম্বেদকরের সামাজিক সম্পর্ক ও ন্যায়বোধ একত্রিত হয়ে দেহকে এমন এক নৈতিক ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে মানব মর্যাদা, যত্ন, দায়িত্ব, সামাজিক সম্পর্ক এবং ন্যায়বিচার ইত্যাদি একই সাথে সক্রিয় হয়। এই সমন্বিত কাঠামোতে দেহ আর নিছক সীমাবদ্ধতা বা যন্ত্রণার বাহক থাকে না; বরং এটি নৈতিক চিন্তা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবতাবাদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হয়ে ওঠে, যেখানে প্রতিবন্ধকতা সহ দেহগত অভিজ্ঞতা নৈতিক মূল্যায়নের কাঠামো নির্ধারণ করে। প্রতিবন্ধিতা কোনো প্রান্তিক বা অতিক্রমযোগ্য অবস্থা নয়; বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ক্ষেত্র, যেখানে মানুষের মর্যাদা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং ন্যায়বিচার একই সাথে পুনর্বিবেচিত ও পুনর্গঠিত হয়। এই সমন্বিত পাঠের মাধ্যমে, অদ্বৈত বেদান্ত নীতিবিদ্যা এবং বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, দায়িত্বশীল এবং ন্যায়সঙ্গত নৈতিক কাঠামো নির্মাণ করতে সক্ষম হয়, যা সমসাময়িক সমাজে প্রতিবন্ধিতার প্রশ্নটিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে।

(২) সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনা:-

দুঃখ, মুক্তি ও নৈতিকতা-কে নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় দর্শনে অনেক আলোচনা হলেও সেই আলোচনাগুলি প্রধানত অধিবিদ্যাগত এবং বিমূর্ত স্তরেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। আচার্য শঙ্করের প্রচারিত অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে দুঃখকে অজ্ঞতার ফল হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং দেহ ও জগতকে মায়াময় বা ভ্রম বলা হয়েছে। দেহগত অভিজ্ঞতা, প্রতিবন্ধিতা ব্যবহারিক স্তরে গুরুত্ব পেলেও পারমার্থিক বিচারে গৌণ হয়ে গেছে। অন্যদিকে, গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখকে মানব অস্তিত্বের একটি মৌলিক সত্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং করুণা-ভিত্তিক নৈতিকতার মাধ্যমে দুঃখের সরাসরি মোকাবিলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাই বলাই যায় যে বৌদ্ধ নীতিবিদ্যা শারীরিক অভিজ্ঞতা এবং দুঃখকে আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত নীতিবিদ্যার থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

আধুনিক তুলনামূলক গবেষণায় অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যে আত্মা-অনাত্মা, দুঃখ এবং মুক্তির বিষয়ে ধারণাগত পার্থক্য-কে নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনকে "ব্যবহারিক অদ্বৈত বেদান্ত" হিসাবে পুনর্ব্যাখ্যা করে জীব সেবা ও সমতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যা নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক দিক-কে নির্দেশ করে। অন্যদিকে, আম্বেদকর বৌদ্ধ দর্শনকে সামাজিক দুঃখ ভোগ ও অবিচারের প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে গঠন করেছেন, যেখানে দুঃখভোগ কেবল-ই ব্যক্তিগত নয়, বরং তা সামাজিক বাস্তবতার একটি অংশও

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। তথাপি, এই পুনর্ব্যাখ্যাগুলিতেও দেহগত অভিজ্ঞতা এবং প্রতিবন্ধিতাকে একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক সমস্যা রূপে পদ্ধতিগতভাবে তেমন ভাবে বিবেচনা করা হয়নি।

সমসাময়িক দর্শনে 'দেহগত অভিজ্ঞতা' (embodiment) ধারণা মানবসত্তাকে দেহগত - বিশেষত প্রতিবন্ধিতা রূপে অভিজ্ঞতামূলক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নতুন করে ভাবার আহ্বান জানালেও ভারতীয় দর্শনে এই ধারণাটির দার্শনিক অন্তর্ভুক্তি এখনও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি। বিশেষত, প্রতিবন্ধিতাকে একটি নৈতিক ও দার্শনিক সমস্যা হিসেবে বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা এখনও সীমিত আকারেই রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে অতি অবশ্যই স্পষ্ট করে বলা যায় যে অদ্বৈত বেদান্ত নীতিবিদ্যা এবং বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার উপর ব্যাপক গবেষণা সত্ত্বেও এদের আলোকে দেহগত অভিজ্ঞতা ও প্রতিবন্ধিতাকে সমন্বিত ভাবে বিবেচনা করে একটি সুসংহত নৈতিক মূল্যায়ন এখনও ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়নি। এই গবেষণা সেই শূন্যস্থান পূরণ করার লক্ষ্যেই অদ্বৈত বেদান্ত নীতিবিদ্যা ও বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার আলোকে দেহগত অভিজ্ঞতা ও প্রতিবন্ধিতার সমন্বয়ে গঠিত এক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক দার্শনিক সমস্যাকে তুলে ধরে এবং তা থেকে পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন ক'রে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের এক নতুন পাঠ প্রস্তাব করে।

(৩) গবেষণা প্রশ্নাবলি:-

আলোচ্য গবেষণাটি করার সময় প্রথমেই কিছু গবেষণা প্রশ্ন উঠে এসেছে, সেগুলি হলো - (১) অদ্বৈত বেদান্ত ও বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার আলোকে দেহগত অভিজ্ঞতার নৈতিক মূল্যায়ন কিভাবে হতে পারে? (২) অদ্বৈত বেদান্ত ও বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার আলোকে প্রতিবন্ধিতার নৈতিক মূল্যায়ন কিভাবে হতে পারে? (৩) অদ্বৈত বেদান্ত নীতিবিদ্যা ও বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার আলোকে দেহগত অভিজ্ঞতা ও প্রতিবন্ধিতার সমন্বিতভাবে নৈতিক মূল্যায়ন কিভাবে হতে পারে? (৪) অদ্বৈত বেদান্ত নীতিবিদ্যা ও বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার আলোকে দেহগত অভিজ্ঞতা ও প্রতিবন্ধিতার বর্তমান কালে প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে কি ?

(৪) গবেষণার উদ্দেশ্য:-

আলোচ্য গবেষণার চারটি উদ্দেশ্য রয়েছে, যথা - (১) অদ্বৈত বেদান্ত ও বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার আলোকে দেহগত অভিজ্ঞতার নৈতিক মূল্যায়ন করা। (২) অদ্বৈত বেদান্ত ও বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার আলোকে প্রতিবন্ধিতার নৈতিক মূল্যায়ন করা। (৩) অদ্বৈত বেদান্ত ও বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার আলোকে দেহগত অভিজ্ঞতা ও প্রতিবন্ধিতার সমন্বিতভাবে নৈতিক মূল্যায়ন করা। (৪) অদ্বৈত বেদান্ত নীতিবিদ্যা ও বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার আলোকে দেহগত অভিজ্ঞতা ও প্রতিবন্ধিতার বর্তমান কালে প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা।

(৫) গবেষণার পদ্ধতি:-

আলোচ্য অদ্বৈত বেদান্ত নীতিবিদ্যা এবং বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার আলোকে দেহগত অভিজ্ঞতা ও প্রতিবন্ধিতার নৈতিক মূল্যায়ন গবেষণাটি করার সময়ে গুণগত, ব্যাখ্যামূলক এবং তুলনামূলক দার্শনিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই গবেষণাটির নকশা এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যাতে এটি সত্তা তাত্ত্বিক ধারণা, জীবন্ত দেহগত অভিজ্ঞতা, সমাজ ও নৈতিকতা - এই সকল স্তরের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক-কে যেন বিশ্লেষণ করতে পারে।

প্রথমত, আলোচ্য গবেষণায় একটি পাঠ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্তের ক্ষেত্রে শঙ্করাচার্যের গ্রন্থ, ভাষ্য এবং এই অদ্বৈত বেদান্তের ব্যবহারিক রূপ ব্যাখ্যার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের লেখা ও বক্তৃতাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে গৌতম বুদ্ধের নৈতিকতা ও এর সামাজিক ব্যাখ্যা রূপে বি. আর. আম্বেদকরের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় এই মহামূল্যবান চিন্তাধারাগুলিকে একটি দার্শনিক ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে এই চিন্তাধারাগুলিকে তাদের নিজস্ব দার্শনিক প্রেক্ষাপটে সমসাময়িক প্রশ্নের সাথে সংলাপমূলক পদ্ধতিতে পুনরায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এই গবেষণায় একটি ধারণাগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে 'দেহ', 'দুঃখ', 'প্রতিবন্ধিতা', 'আত্মা', 'অনাত্মা', 'যত্ন', 'পারস্পরিক নির্ভরশীলতা' এবং 'দায়িত্ব' ইত্যাদি ধারণাগুলোকে পৃথকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং তাদের তাত্ত্বিক অবস্থান ও নৈতিক তাৎপর্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই পর্যায়ে অদ্বৈত বেদান্ত ও বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে যে কীভাবে দেহগত অভিজ্ঞতা নৈতিক মূল্যায়নের ভিত তৈরি করতে পারে।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

তৃতীয়ত, এই গবেষণায় একটি সুগঠিত তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে আচার্য শঙ্করের প্রচারিত অদ্বৈত বেদান্তের অতীন্দ্রিয়-কেন্দ্রিক নৈতিকতা ও এর স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখ্যাত ব্যবহারিক অদ্বৈত নৈতিকতা এবং বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের দেহ-ভিত্তিক, সম্পর্ক-কেন্দ্রিক ও সহমর্মিতা কেন্দ্রিক নৈতিকতা ও এর ব্যাখ্যাত আম্বেদকরের সামাজিক নৈতিকতার মধ্যেকার সম্ভাব্য সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এই তুলনামূলক বিশ্লেষণ কেবল সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি দেখানোর চেষ্টা করেছে যে কীভাবে দেহগত অভিজ্ঞতা এবং প্রতিবন্ধিতা অদ্বৈত বেদান্ত নীতিবিদ্যা ও বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন নৈতিক কাঠামোতে অর্থবহ হয়ে ওঠে।

চতুর্থত, এই গবেষণায় বি. আর. আম্বেদকরের চিন্তাধারাকে একটি সমসাময়িক তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করে একটি সমালোচনামূলক-সংশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে, বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার সম্পর্কভিত্তিক ও সহমর্মিতা ভিত্তিক ভিতকে সামাজিক ন্যায়বিচার, অধিকার এবং অন্তর্ভুক্তি পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়েছে এবং একই সাথে অদ্বৈত বেদান্তের অধিবিদ্যামূলক একত্ব বা ঐক্যের সাথে প্রায়োগিক নৈতিক দায়িত্বের সংযোগ স্থাপনের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হয়েছে।

পরিশেষে, এই গবেষণাটি অতি অবশ্যই একটি ভাববাদী দার্শনিক অনুসন্ধানের অবস্থান গ্রহণ করেছে, যেখানে ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণের পাশাপাশি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, দায়িত্ব- কর্তব্যশীল এবং ন্যায়সঙ্গত নৈতিক কাঠামো নির্মাণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই পদ্ধতিগত কাঠামোটি এই গবেষণাটিকে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং আধুনিক নৈতিক-সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে একটি সৃজনশীল সংলাপ স্থাপন করতে সক্ষম করেছে।

(৬) অদ্বৈত বেদান্ত ও বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার আলোকে দেহগত অভিজ্ঞতার নৈতিক মূল্যায়ন:-

দেহগত অভিজ্ঞতা হলো মানব অস্তিত্বের এমন একটি প্রাথমিক বিস্তার, যার মাধ্যমে মানুষ তার দুঃখকষ্ট, জগত, তার সীমাবদ্ধতা এবং নৈতিক সম্পর্কগুলোকে উপলব্ধি করতে পারে। আমার মতে মানুষ কেবল চৈতন্যসত্তা নয়; আমরা আমাদের এই দেহের মাধ্যমেই অভিজ্ঞতা লাভ করি, সীমাবদ্ধতা অনুভব করি এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আমরা নৈতিক প্রতিক্রিয়া গড়ে তুলি। তাই আমার মতে দেহগত অভিজ্ঞতা হলো নৈতিকতার প্রাথমিক ভিত। ফলে, এই নৈতিকতা কোনো ভাবেই কেবল কিছু বিমূর্ত নীতির বিষয় নয়; বরং এর সাথে সাথে এটি দেহগত বাস্তবতার সঙ্গে অতি অবশ্যই যুক্ত হয়।এই প্রেক্ষাপটে দেহগত অভিজ্ঞতার নৈতিক মূল্যায়ন বলতে বোঝায় - দেহগত অভিজ্ঞতার কেমন ধরনের নৈতিক প্রতিক্রিয়া রয়েছে ও এর কি দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে।

আচার্য শঙ্করের প্রচারিত অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে দেহকে মায়াময় ও ব্যবহারিক সত্য অর্থাৎ আপাত বাস্তব বলা হয়েছে। ব্যবহারিক স্তরে দেহগত অভিজ্ঞতাকে স্বীকার না করলে হবে না। যেহেতু মানুষ দেহের মাধ্যমেই দুঃখ ভোগ করে, তাই এই দেহগত অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আচার্য শঙ্করের প্রচারিত অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে দেহকে পারমার্থিক সত্য বলা হয়নি। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলাই যায় যে দেহগত অভিজ্ঞতা চরম সত্য নয়; বরং একে আমরা আমাদের অজ্ঞতা বশতই অনুভব করি। তাই এই দেহগত অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে প্রকৃত জ্ঞানলাভের মাধ্যমে মোক্ষ বা মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়াই হলো নৈতিকতার লক্ষ্য। এর ফলে দেহগত অভিজ্ঞতার তাৎক্ষণিক নৈতিক গুরুত্ব আংশিকভাবে হ্রাস পায়। এখানে একটি নৈতিক দ্বিধা দেখা দেয়—যদি দেহগত অভিজ্ঞতা পারমার্থিক অবাস্তব হয়, তবে বাস্তব জীবনে সেই দেহগত অভিজ্ঞতার কোন নৈতিক দায়িত্ব কি থাকবে? এই প্রশ্নটি অদ্বৈত বেদান্ত নৈতিকতার সীমাবদ্ধতাকে আমাদের সামনে নিয়ে আসে।

স্বামী বিবেকানন্দ এই অদ্বৈত বেদান্তকে 'ব্যবহারিক' রূপদান করেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, সকল সত্তার অন্তরে একই আত্মার উপস্থিতি উপলব্ধি করার অর্থ হলো সকলের অস্তিত্বকে নিজের সাথে সম্পর্কিতভাবে দেখা। এর ফলে দেহগত অভিজ্ঞতা আর নিছক মায়ার স্তরে আবদ্ধ থাকে না; বরং তা জীবসেবা, সহানুভূতি এবং দায়িত্ববোধের মাধ্যমে নৈতিক তাৎপর্য লাভ করে। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে সকলের দুঃখ লাঘব করা আধ্যাত্মিক সাধনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। তাই আমি বলি যে এই যে মানুষ সেবা করবে, তার জন্য তো একটা মাধ্যমের দরকার হয়, সেই মাধ্যম-ই হলো দেহ। আর এই যে মানুষ কাজ করবে, সেই কাজে মানুষের অভিজ্ঞতাকে কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কারণ আমরা জানি যে কোনো কাজ ভালো ভাবে করতে গেলে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। তাই আমি বলি যে এই দেহগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি যে- কোনটি ভালো। কোনটি খারাপ। কোনটি ন্যায়। কোনটিই বা অন্যায়। জীবের জন্য কি উপকারী হয়। জীবের জন্য কি বা ক্ষতিকর হয়। তাই অতি অবশ্যই বলা যায় যে

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

অদ্বৈত বেদান্ত নীতিবিদ্যায় দেহগত অভিজ্ঞতার নৈতিকতাকে কোনোভাবেই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয় না; বরং তা দেহগত অভিজ্ঞতার অতিক্রমণ ও নৈতিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এক গতিশীল সম্পর্করূপে অবস্থান করে।

বৌদ্ধ দর্শনে শরীর কোনোভাবেই স্থির বা স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা নয়; বরং এটি হলো পরিবর্তনশীল এবং কার্যকারণমূলক প্রক্রিয়া। এই উপলব্ধি শরীরকে কেবলই জৈবিক বাস্তবতা রূপে সীমাবদ্ধ রাখে না; বরং একে নৈতিক চেতনার এক সক্রিয় ক্ষেত্র হিসেবে আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠা করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেহগত অভিজ্ঞতা ব্যক্তিকে তার পরিবর্তনশীলতা, সীমাবদ্ধতা এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এই সচেতনতা থেকেই মৈত্রী এবং করুণার মতো নৈতিক মনোভাবের বিকাশ ঘটে। নৈতিকতা বাহ্যিক নিয়মের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং এটি দেহগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গঠিত হয় এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়ে ওঠে। তাই বলা যায় যে বৌদ্ধ নীতিবিদ্যায় শরীরকে কেন্দ্র করে যে নৈতিকতার বিকাশ ঘটেছে তা মূলত পারস্পরিক সম্পর্কভিত্তিক। এই দৃষ্টিকোণে ব্যক্তি নিজেকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে নয়, বরং একটি পারস্পরিকভাবে ঐক্যবদ্ধ বাস্তবতার অঙ্গ হিসেবে উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধি নৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি সকলের প্রতি অনুভূতি প্রবণতা এবং দায়িত্ববোধকে প্রসারিত করে তোলে। ফলস্বরূপ, দেহগত অভিজ্ঞতা আত্মকেন্দ্রিক নৈতিকতার পরিবর্তে একটি পারস্পরিক সম্পর্কভিত্তিক নৈতিকতার দিকে যেতে প্রেরণা দেয়।

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে আম্বেদকর এই পারস্পরিক সম্পর্কভিত্তিক নৈতিকতাকে সামাজিক সম্পর্ক ও ন্যায়বোধের সঙ্গে সংযুক্ত করে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। তাঁর মতে এই নৈতিকতা কেবল ব্যক্তিগত অনুশীলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়; বরং তা সামাজিক ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিফলিত করা উচিত। সুতরাং, বৌদ্ধ নীতিবিদ্যায় দেহগত অভিজ্ঞতার নৈতিক মূল্যায়ন এই ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে, দেহ একটি গতিশীল, পারস্পরিক সম্পর্কনির্ভর এবং নৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ মাধ্যম। তাই অতি অবশ্যই বলা যায় যে বৌদ্ধ নীতিবিদ্যায় নৈতিকতা দেহকে অতিক্রম করে না; বরং দেহগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এটি একটি সক্রিয়, পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং কার্যকর রূপ লাভ করে।

(৭) অদ্বৈত বেদান্ত ও বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার আলোকে প্রতিবন্ধিতার নৈতিক মূল্যায়ন:-

যদি দেহগত অভিজ্ঞতা অবশ্যই নৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়, তাহলে দেহগত অভিজ্ঞতার একটি বিশেষ ও গভীরতর রূপ প্রতিবন্ধিতাও নৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হবেই। কিন্তু এই তাৎপর্য প্রতিবন্ধিতাকে ভালো বা মন্দ হিসেবে নির্ধারণ করে না। প্রতিবন্ধিতার নৈতিক তাৎপর্য নিছক এই নয় যে এটি আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে; বরং এটি আমাদের নৈতিক চিন্তার মূল ভিত্তিগুলো নিয়েও নতুন করে ভাবার আহ্বান জানায়। অদ্বৈত বেদান্ত নীতিবিদ্যা ও বৌদ্ধ নীতিবিদ্যায় সরাসরি প্রতিবন্ধিতার স্বতন্ত্র নৈতিক তাৎপর্য আলোচিত হয়নি। তবে দেহ, দেহগত অভিজ্ঞতা এবং সত্তা সম্পর্কিত তাদের মৌলিক দার্শনিক কাঠামোর মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতার নৈতিক তাৎপর্য অতি অবশ্যই বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়।

আচার্য শঙ্কর একত্বের বাণী আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে সকল কিছুই হলো ব্রহ্ম। এই দৃষ্টিকোণ সকল জীবের মৌলিক সমতা ও মর্যাদার একটি দার্শনিক শক্তিশালী অধিবিদ্যাগত ভিত্তি প্রদান করে, যার ফলে দেহগত প্রতিবন্ধিতা সহ দেহগত ভিন্নতা কোনো ব্যক্তির চূড়ান্ত মূল্য নির্ধারণ করতে পারে না। আচার্য শঙ্করের প্রচারিত অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে দেহকে মায়াময় ও ব্যবহারিক সত্য অর্থাৎ আপাত বাস্তব বলা হয়েছে। তাই বলা যায় যে দেহগত অভিজ্ঞতার একটি বিশেষ ও গভীর রূপ প্রতিবন্ধিতাও হলো মায়াময় ও ব্যবহারিক সত্য অর্থাৎ আপাত বাস্তব। ব্যবহারিক স্তরে এই প্রতিবন্ধিতাকে স্বীকার না করলে হবে না। যেহেতু মানুষ এই প্রতিবন্ধিতার মাধ্যমেই মানসিক স্বাস্থ্য, যত্ন, নৈতিক বোধ, দায়িত্ব, নির্ভরতা ও সামাজিক ন্যায়ের গভীরতর নৈতিক গুরুত্ব বুঝতে পারে তাই এই প্রতিবন্ধিতাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।শঙ্করাচার্যের এই অদ্বৈত বেদান্ত অবস্থানটি আদর্শগতভাবে সীমাবদ্ধ থেকে যায়, কারণ এটি জীবন্ত, দেহধারী বাস্তবতা তথা প্রতিবন্ধিতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় না এবং জীবন্ত দেহধারণার সাথে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত হতে ব্যর্থ হয়। আচার্য শঙ্করের প্রচারিত অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে দেহকে পারমার্থিক সত্য বলা হয়নি। তাই দেহগত অভিজ্ঞতার একটি বিশেষ ও গভীর রূপ প্রতিবন্ধিতারও পারমার্থিক সত্য নেই। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলাই যায় যে প্রতিবন্ধিতাও চরম সত্য নয়; বরং একে আমরা আমাদের অজ্ঞতা বশতই অনুভব করি। তাই এই দেহগত অভিজ্ঞতা তথা প্রতিবন্ধিতাকে অতিক্রম করে প্রকৃত জ্ঞানলাভের মাধ্যমে মোক্ষ বা মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়াই হলো নৈতিকতার লক্ষ্য। এর ফলে দেহগত অভিজ্ঞতা তথা প্রতিবন্ধিতার তাৎক্ষণিক নৈতিক গুরুত্ব আংশিকভাবে হ্রাস পায়।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

এখানে একটি নৈতিক দ্বিধা দেখা দেয় – যদি দেহগত অভিজ্ঞতা তথা প্রতিবন্ধিতা পারমার্থিক অবাস্তব হয়, তবে বাস্তব জীবনে সেই প্রতিবন্ধিতার কোনো নৈতিক দায়িত্ব কি থাকবে? এই প্রশ্নটি অদ্বৈত বেদান্ত নীতিবিদ্যার সীমাবদ্ধতাকে আমাদের সামনে নিয়ে আসে।

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যাত অদ্বৈত বেদান্তের নৈতিকতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধিতার একটি ব্যাখ্যামূলক নৈতিক মূল্যায়ন নির্মাণ করা যেতে পারে, যেখানে সকল সত্তার অন্তর্নিহিত একত্ব (আত্মা-ব্রহ্ম অভিন্নতা) মানব মর্যাদার মৌলিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেহগত ভিন্নতা কোনোভাবেই নৈতিক অবমূল্যায়নের কারণ হয়ে ওঠে না। "জীবসেবা" নীতির অধীনে অন্যের দুঃখকষ্ট ও সীমাবদ্ধতার প্রতি সাড়া দেওয়া কোনোভাবেই কেবল সহানুভূতির প্রকাশ নয়, বরং একটি অপরিহার্য নৈতিক দায়িত্ব – কর্তব্য; তবে, এই "সেবা"-কে একতরফা দয়া বা অনুগ্রহ হিসেবে নয়, বরং পারস্পরিক স্বীকৃতি এবং সম্পর্কভিত্তিক নৈতিক সহাবস্থানের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বোঝা উচিত। যেখানে শঙ্করাচার্যের প্রচারিত অদ্বৈত বেদান্তে জাগতিক ভিন্নতা এবং দুঃখকষ্টকে আপেক্ষিক বা মায়াময় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ এই অধিবিদ্যামূলক অবস্থানকে একটি সুস্পষ্ট নৈতিক আবশ্যকতায় রূপান্তরিত করেন; ফলস্বরূপ, প্রতিবন্ধিকতাকে একটি "ত্রুটি" হিসেবে নয়, বরং সমাজের নৈতিক চরিত্রকে উন্মোচিত ও পরীক্ষিত করার এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে উপস্থাপিত করা যায়। তথাপি এখানে একটি ফলপ্রসূ দার্শনিক টানাপোড়েন রয়ে গেছে: যেখানে আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে দুঃখ কষ্টকে সত্তা তাত্ত্বিকভাবে অবমূল্যায়ন করা হয়, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের নীতিশাস্ত্রে তা নৈতিক কর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এই টানাপোড়েন ইঙ্গিত দেয় যে, অদ্বৈত বেদান্তকে একটি কার্যকর সামাজিক নৈতিকতায় রূপান্তরিত করতে হলে অধিবিদ্যাগত দাবি এবং জীবন্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি সমালোচনামূলক পুনর্মূল্যায়ন অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং এই পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমেই প্রতিবন্ধিতার নৈতিক মূল্যায়ন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, সম্পর্কভিত্তিক এবং দায়িত্ব-কেন্দ্রিক কাঠামোর মধ্যে সুসংহতভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বৌদ্ধ নীতিবিদ্যায় দেহকে একটি স্থির সত্তা হিসেবে নয়, বরং প্রতিত্যসমুৎপাদ এবং অনাত্মা তত্ত্বের আলোকে একটি পরিবর্তনশীল, শর্তাধীন এবং সম্পর্কনির্ভর প্রক্রিয়া হিসেবে বোঝা হয়; সুতরাং প্রতিবন্ধিতা সহ দেহগত অভিজ্ঞতা নৈতিকতার প্রান্তে নয়, বরং নৈতিকতার কেন্দ্রেই অবস্থান করে। এই কাঠামোতে নৈতিকতা কোনো বিমূর্ত নীতি বা সার্বজনীন আদর্শের প্রয়োগ নয়, বরং যত্ন, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সংবেদনশীলতার উপর ভিত্তি করে পরিস্থিতি-সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বিকশিত একটি গতিশীল অনুশীলন। এখানে, "যত্ন" কেবল সহানুভূতি নয়, বরং অন্যের অবস্থা উপলব্ধি করে সক্রিয়ভাবে সাড়া দেওয়ার নৈতিক সক্ষমতা, আর "পারস্পরিক নির্ভরশীলতা" দেখায় যে কোন ব্যক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বরং সম্পর্কের জালে গঠিত; এবং "সংবেদনশীলতা" নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নৈতিকভাবে সতর্ক এবং প্রাসঙ্গিক প্রতিক্রিয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। তাই বলা যায় যে এই প্রেক্ষাপটে, প্রতিবন্ধিতা কোনো ঘাটতি বা অতিক্রমণীয় অবস্থা নয়; বরং, এটি হলো একটি মূর্ত বাস্তবতা যা সম্পর্কগত দায়বদ্ধতা, যত্নশীলতা এবং নৈতিক সংবেদনশীলতার তীব্রতাকে সামনে নিয়ে আসে।

বৌদ্ধ দর্শনের এই সহমর্মিতা ও সম্পর্কভিত্তিক নীতিবিদ্যা আধুনিক কালে আম্বেদকরের ব্যাখ্যায় একটি আধুনিক সামাজিক মাত্রা লাভ করে, যেখানে দেহগত অবস্থার নৈতিক তাৎপর্য সরাসরি ভাবে সামাজিক ন্যায়বিচার, অন্তর্ভুক্তি এবং সমতার প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ করে তাই বলা যায় যে প্রতিবন্ধিতা কেবল একটি ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা নয়; এটি সমাজের প্রচলিত কাঠামোগত বৈষম্য এবং ন্যায়ের ঘাটতিকে উন্মোচনকারী এক বিশ্লেষণাত্মক সূচক, যা এই বিষয়ে নৈতিকতার পরিধিকে করুণা থেকে অধিকারে প্রসারিত করে। তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও ওঠে: কাঠামোগত অবিচার মোকাবিলার জন্য এই বৌদ্ধ সহমর্মিতা এবং সম্পর্কভিত্তিক নীতিশাস্ত্র কি একাই যথেষ্ট, নাকি এর সাথে প্রাতিষ্ঠানিক ন্যায়বিচার এবং নীতিগত পরিবর্তনও প্রয়োজন? অনেকে প্রতিবন্ধীদের সাহায্য করলেও এই প্রশ্নটি স্পষ্ট করে যে, প্রতিবন্ধিতার নৈতিক মূল্যায়ন কেবল ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার বিষয় নয়; বরং এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক পুনর্গঠনেরও আহ্বান জানায়, যেখানে অধিকার, অংশগ্রহণ এবং ন্যায়বিচার-ভিত্তিক রূপান্তর কেন্দ্রীয় হয়ে ওঠে।

(৮) গবেষণা ফলাফল:-

অদ্বৈত বেদান্ত নীতিবিদ্যা ও বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার আলোকে দেহগত অভিজ্ঞতা ও প্রতিবন্ধিতার নৈতিক মূল্যায়ন থেকে এই গবেষণায় কিছু মৌলিক দিক উঠে এসেছে।

প্রথমত – অদ্বৈত বেদান্ত নীতিবিদ্যা ও বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার আলোকে দেহগত অভিজ্ঞতার নৈতিক মূল্যায়নের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে অদ্বৈত বেদান্ত এবং বৌদ্ধ নীতিবিদ্যা ভিন্ন সত্তাতাত্ত্বিক ভিত্তি থেকে শুরু হলেও তবুও নৈতিকতার প্রশ্নে তাদের মধ্যে এক সাদৃশ্য দেখা যায়। শঙ্করাচার্য

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

প্রচারিত অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে দেহকে মায়াময় এবং আপাত বাস্তবতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে; এর ফলে দেহগত দুঃখ চরম সত্য নয়, বরং এখানে আত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্ম-আত্মার একত্বের উপলব্ধি করাই নৈতিক লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এই অবস্থান মূলত নৈতিকতাকে অতীন্দ্রিয়তার দিকে চালিত করে, যেখানে দেহগত অভিজ্ঞতা তার চূড়ান্ত মর্যাদা হারায়। স্বামী বিবেকানন্দ এই বিমূর্ত অদ্বৈতবাদকে "জীব সেবা" কেন্দ্রিক একটি ব্যবহারিক নীতিতে রূপান্তরিত করেন, যা দেখায় যে একত্ব হলো কেবল একটি অধিবিদ্যাগত সত্য নয়, বরং অন্যের দুঃখে সক্রিয়ভাবে সাড়া দেওয়ার জন্য একটি বাধ্যতামূলক নৈতিক নির্দেশিকা। অন্যদিকে, বৌদ্ধ নীতিবিদ্যায় দুঃখকে মানব অস্তিত্বের একটি মৌলিক সত্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং দেহগত অভিজ্ঞতাকে নৈতিকতার সূচনা বিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে করুণা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সংবেদনশীলতার মাধ্যমে নৈতিকতার বিকাশ ঘটে। ফলে দেহ একটি বিমূর্ত সত্তা না হয়ে বরং নৈতিক দায়বদ্ধতার একটি প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে আম্বেদকর এই সহমর্মিতা ও পারস্পরিক সম্পর্কভিত্তিক নৈতিকতাকে সামাজিক সম্পর্ক ও ন্যায়বোধের সঙ্গে সংযুক্ত করে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। তাঁর মতে এই নৈতিকতা কেবল ব্যক্তিগত অনুশীলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়; বরং তা সামাজিক ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিফলিত করা উচিত।

অতএব, বলা যায় যে এই তুলনামূলক পাঠে একটি দ্বিমুখী নৈতিক গতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: আচার্য শঙ্করের প্রচারিত অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন দেহগত অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে এক সার্বজনীন ঐক্যের দিকে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করে, অপরদিকে বৌদ্ধ নীতিবিদ্যা দেহগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই নৈতিকতার ভিত নির্মাণ করে। এই আপাত বৈপরীত্যের মধ্যেই একটি সৃজনশীল দার্শনিক সমন্বয় উদ্ভূত হয়, যেখানে অদ্বৈত বেদান্তের ঐক্যবোধ, বৌদ্ধ দর্শনের সহমর্মিতা ও সম্পর্কভিত্তিক নৈতিকতা, স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহারিক নৈতিকতা এবং আম্বেদকরের সামাজিক সম্পর্ক ও ন্যায়বোধ একত্রিত হয়ে দেহকে এমন এক নৈতিক ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে মানব মর্যাদা, যত্ন, দায়িত্ব, সামাজিক সম্পর্ক এবং ন্যায়বিচার ইত্যাদি একই সাথে সক্রিয় হয়। এই সমন্বিত কাঠামোতে দেহ আর নিছক সীমাবদ্ধতা বা যন্ত্রণার বাহক থাকে না; বরং এটি নৈতিক চিন্তা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবতাবাদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হয়ে ওঠে, যেখানে প্রতিবন্ধকতা সহ দেহগত অভিজ্ঞতা নৈতিক মূল্যায়নের কাঠামো নির্ধারণ করে।

দ্বিতীয়তঃ- অদ্বৈত বেদান্ত নীতিবিদ্যা ও বৌদ্ধ নীতিবিদ্যায় সরাসরি প্রতিবন্ধিতার স্বতন্ত্র নৈতিক তাৎপর্য আলোচিত হয়নি। তবে দেহ, দেহগত অভিজ্ঞতা এবং সত্তা সম্পর্কিত তাদের মৌলিক দার্শনিক কাঠামোর মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতার নৈতিক তাৎপর্য অতি অবশ্যই বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে দেহকে মায়াময় ও ব্যবহারিক সত্য বলা হয়েছে তাই দেহগত অভিজ্ঞতার বিশেষ ও গভীর রূপ প্রতিবন্ধিতাও হলো মায়াময় ও ব্যবহারিক সত্য অর্থাৎ আপাত বাস্তব। যেহেতু মানুষ এই প্রতিবন্ধিতার মাধ্যমেই মানসিক স্বাস্থ্য, যত্ন, নৈতিক বোধ, দায়িত্ব, নির্ভরতা ও সামাজিক ন্যায়ের গভীরতর নৈতিক গুরুত্ব বুঝতে পারে তাই এই প্রতিবন্ধিতাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে দেহকে পারমার্থিক সত্য বলা হয়নি, তাই প্রতিবন্ধিতারও পারমার্থিক সত্য নেই। তাই প্রতিবন্ধিতাও চরম সত্য নয়; বরং একে আমরা আমাদের অজ্ঞতা বশতই অনুভব করি। তাই এই দেহগত অভিজ্ঞতা তথা প্রতিবন্ধিতাকে অতিক্রম করে প্রকৃত জ্ঞানলাভের মাধ্যমে মোক্ষ বা মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়াই হলো নৈতিকতার লক্ষ্য। এর ফলে দেহগত অভিজ্ঞতা তথা প্রতিবন্ধিতার তাৎক্ষণিক নৈতিক গুরুত্ব আংশিকভাবে হ্রাস পায়।স্বামী বিবেকানন্দ এই অদ্বৈত বেদান্তকে ব্যবহারিক বেদান্তের রূপ দেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতে "জীবসেবা" নীতির অধীনে অন্যের দুঃখকষ্ট ও সীমাবদ্ধতার প্রতি সাড়া দেওয়া কোনোভাবেই কেবল সহানুভূতির প্রকাশ নয়, বরং একটি অপরিহার্য নৈতিক দায়িত্ব - কর্তব্য; তবে, এই "সেবা"-কে একতরফা দয়া বা অনুগ্রহ হিসেবে নয়, বরং পারস্পরিক স্বীকৃতি এবং সম্পর্কভিত্তিক নৈতিক সহাবস্থানের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বোঝা উচিত। আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে দুঃখ কষ্টকে সত্তা তাত্ত্বিকভাবে অবমূল্যায়ন করা হয়, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের নীতিশাস্ত্রে তা নৈতিক কর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এই টানাপোড়েন ইঙ্গিত দেয় যে, অদ্বৈত বেদান্তকে একটি কার্যকর সামাজিক নৈতিকতায় রূপান্তরিত করতে হলে অধিবিদ্যাগত দাবি এবং জীবন্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি সমালোচনামূলক পুনর্মূল্যায়ন অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং এই পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমেই প্রতিবন্ধিতার নৈতিক মূল্যায়ন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, সম্পর্কভিত্তিক এবং দায়িত্ব-কেন্দ্রিক কাঠামোর মধ্যে সুসংহতভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বৌদ্ধ নীতিবিদ্যায় দেহকে একটি স্থির সত্তা হিসেবে নয়, বরং একটি পরিবর্তনশীল, শর্তাধীন এবং সম্পর্কনির্ভর প্রক্রিয়া হিসেবে বোঝা হয়; সুতরাং প্রতিবন্ধিতা সহ দেহগত অভিজ্ঞতা নৈতিকতার প্রান্তে নয়, বরং নৈতিকতার কেন্দ্রেই অবস্থান করে। এই কাঠামোতে নৈতিকতা কোনো বিমূর্ত নীতি বা সার্বজনীন আদর্শের প্রয়োগ নয়, বরং যত্ন, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সংবেদনশীলতার উপর ভিত্তি করে পরিস্থিতি-সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বিকশিত একটি গতিশীল অনুশীলন। এই প্রেক্ষাপটে, প্রতিবন্ধিতা কোনো ঘাটতি বা অতিক্রমণীয় অবস্থা নয়; বরং, এটি হলো একটি মূর্ত বাস্তবতা যা

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

সম্পর্কগত দায়বদ্ধতা, যত্নশীলতা এবং নৈতিক সংবেদনশীলতার তীব্রতাকে সামনে নিয়ে আসে। এই বৌদ্ধ নীতিবিদ্যা আম্বেদকরের ব্যাখ্যায় আধুনিক সামাজিক মাত্রা লাভ করে, যেখানে দেহগত অবস্থার নৈতিক তাৎপর্য সরাসরি ভাবে সামাজিক ন্যায়বিচার, অন্তর্ভুক্তি এবং সমতার প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। তাই বলা যায় যে প্রতিবন্ধিতা কেবল একটি ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা নয়; এটি সমাজের প্রচলিত কাঠামোগত বৈষম্য এবং ন্যায়ের ঘাটতিকে উন্মোচনকারী এক বিশ্লেষণাত্মক সূচক, যা এই বিষয়ে নৈতিকতার পরিধিকে করুণা থেকে অধিকারে প্রসারিত করে। তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও ওঠে: কাঠামোগত অবিচার মোকাবিলার জন্য এই বৌদ্ধ সহমর্মিতা এবং সম্পর্কভিত্তিক নীতিশাস্ত্র কি একাই যথেষ্ট, নাকি এর সাথে প্রাতিষ্ঠানিক ন্যায়বিচার এবং নীতিগত পরিবর্তনও প্রয়োজন? অনেকে প্রতিবন্ধীদের সাহায্য করলেও এই প্রশ্নটি স্পষ্ট করে যে, প্রতিবন্ধিতার নৈতিক মূল্যায়ন কেবল ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার বিষয় নয়; বরং এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক পুনর্গঠনেরও আহ্বান জানায়, যেখানে অধিকার, অংশগ্রহণ এবং ন্যায়বিচার-ভিত্তিক রূপান্তর কেন্দ্রীয় হয়ে ওঠে।

তাই বলা যায় যে আচার্য শঙ্করের প্রচারিত অদ্বৈত বেদান্তের অধিবিদ্যামূলক বিমূর্ততা দেহগত অভিজ্ঞতা তথা প্রতিবন্ধিতার তাৎপর্যকে আংশিকভাবে হ্রাস করতে পারে, অপরদিকে বৌদ্ধ দর্শনের সম্পর্কভিত্তিক নৈতিকতা ব্যক্তিগত সহমর্মিতাকে অগ্রাধিকার দিলেও কাঠামোগত অবিচারের বিরুদ্ধে সর্বদা একটি পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রদান করে না। এই প্রেক্ষাপটে, স্বামী বিবেকানন্দের 'জীব সেবা' ধারণাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী নৈতিক সেতু হিসেবে কাজ করে, যা আধ্যাত্মিক ঐক্যকে বাস্তব সামাজিক দায়িত্বের সাথে সংযুক্ত করে এবং করুণাকে সক্রিয় নৈতিক কর্মে রূপান্তরিত করে। একই সাথে আম্বেদকরের ব্যাখ্যা এই নৈতিকতাকে আরও করুণা থেকে অধিকারের দিকে এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রতিক্রিয়া থেকে ন্যায়বিচার-ভিত্তিক সামাজিক রূপান্তরের দিকে নিয়ে যায়। তাই অতি অবশ্যই বলা যে, প্রতিবন্ধিতা কোনো প্রান্তিক বা অতিক্রমযোগ্য অবস্থা নয়; বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ক্ষেত্র, যেখানে মানুষের মর্যাদা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং ন্যায়বিচার একই সাথে পুনর্বিবেচিত ও পুনর্গঠিত হয়। এই সমন্বিত পাঠের মাধ্যমে, অদ্বৈত বেদান্ত নীতিবিদ্যা এবং বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, দায়িত্বশীল এবং ন্যায়সঙ্গত নৈতিক কাঠামো নির্মাণ করতে সক্ষম হয়, যা সমসাময়িক সমাজে প্রতিবন্ধিতার প্রশ্নটিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে।

(৯) গবেষণা সীমাবদ্ধতা:-

আলোচ্য গবেষণাটি অদ্বৈত বেদান্ত নীতিবিদ্যা এবং বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার আলোকে দেহগত অভিজ্ঞতা ও প্রতিবন্ধিতার নৈতিক মূল্যায়ন প্রদান করলেও এর কিছু অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা অতি অবশ্যই রয়েছে।

প্রথমত, এই গবেষণাটি প্রধানত পাঠ্য-ভিত্তিক (texual) এবং ব্যাখ্যামূলক হওয়ায় এতে সরাসরি জীবন্ত অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এর ফলে দেহগত অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ মূলত দার্শনিক ব্যাখ্যার স্তরেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আলোচ্য গবেষণায় অদ্বৈত বেদান্তের ক্ষেত্রে শঙ্করাচার্য এবং স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আর বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে গৌতম বুদ্ধ আর আম্বেদকরের চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু বেদান্ত দর্শনের অন্যান্য শাখা ও বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতামত এখানে তেমন ভাবে আলোচনা করা হয়নি।

তৃতীয়ত, আলোচ্য গবেষণায় তুলনামূলক কাঠামো ব্যবহার করা হয়েছে, যা কখনও কখনও বিশ্লেষণের সুবিধার্থে জটিল দার্শনিক চিন্তাকে সরলীকরণ করতে বাধ্য করে। এর ফলে কিছু সূক্ষ্ম তত্ত্বগত পার্থক্য অংশত উপেক্ষিত হতে পারে।

চতুর্থত, আলোচ্য গবেষণায় যদিও বি. আর. আম্বেদকরের চিন্তাধারাকে একটি সমালোচনামূলক ও সমন্বিত কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু তাঁর সামাজিক বিশ্লেষণের ব্যাপক পরিসর এখানে সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করা হয়নি; বরং আলোচ্য গবেষণার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অনুসারে এটিকে বেছে বেছে প্রয়োগ করা হয়েছে।

এই সীমাবদ্ধতাগুলি থাকা সত্ত্বেও বলা যায় যে আলোচ্য গবেষণাটি এমন এক দার্শনিক কাঠামো প্রদান করে, যা ভবিষ্যতে প্রতিবন্ধিতা অধ্যয়ন, নীতি-নির্ধারণ, জীবন-অভিজ্ঞতা গবেষণা এবং আন্তঃশাস্ত্রীয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করা যেতে পারে।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

(১০) উপসংহার:-

আলোচ্য গবেষণায় অদ্বৈত বেদান্ত নীতিবিদ্যা এবং বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার আলোকে দেহগত অভিজ্ঞতা ও প্রতিবন্ধিতার নৈতিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয়ে ভবিষ্যতে গবেষণা করা যেতে পারে; যেমন - (ক) অদ্বৈত বেদান্ত নীতিবিদ্যা এবং বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার আলোকে দুঃখের নৈতিক মূল্যায়ন করা যেতে পারে। (খ) সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের আলোকে দেহগত অভিজ্ঞতা ও প্রতিবন্ধিতার নৈতিক মূল্যায়ন করা যেতে পারে। (গ) ভারতীয় নীতিবিদ্যা এবং পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। (ঘ) ভারতীয় নীতিবিদ্যা এবং ভারতীয় মনোবিদ্যার তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। (ঙ) আইন, সামাজিক প্রতিস্থান ও নীতি (policy) - এর ক্ষেত্রে অদ্বৈত বেদান্ত নীতিবিদ্যা এবং বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার আলোকে দেহগত অভিজ্ঞতা ও প্রতিবন্ধিতার নৈতিক তাৎপর্য প্রয়োগ করার সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক (global) প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার, অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচার কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। তাই অতি অবশ্যই বলা যায় যে দেহগত অভিজ্ঞতা এবং প্রতিবন্ধিতা নৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গৌণ নয়, বরং এটি হলো এর ভিত্তিস্বরূপ ক্ষেত্র। দুঃখ, সীমাবদ্ধতা এবং যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দেহের মাধ্যমেই নির্মিত হয়; তাই নৈতিকতা কোনো বিমূর্ত নিয়মের সমষ্টি নয়, বরং দেহগত বাস্তবতার সাড়া দেওয়ার এক মাধ্যম। এই প্রেক্ষাপটে শঙ্করাচার্য কর্তৃক প্রচারিত অদ্বৈত বেদান্ত মানব মর্যাদার (Human dignity) একটি সার্বজনীন সত্তাতাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ করে, যেখানে প্রতিবন্ধিতা সহ দেহগত অভিজ্ঞতা নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ নয়। তবে এই অধিবিদ্যামূলক অবস্থান শারীরিক অভিজ্ঞতার তাৎক্ষণিক তীক্ষ্ণতাকে আংশিকভাবে আবৃত করে রাখে। স্বামী বিবেকানন্দ এই সীমা চূর্ণ করে অদ্বৈত বেদান্তকে ব্যবহারিক করে তোলেন। অতি অবশ্যই বলা যায় যে তাঁর "জীব সেবা" নীতি দেহগত দুঃখকষ্ট এবং প্রতিবন্ধিতাকে নৈতিক দায়বদ্ধতার কেন্দ্রে স্থাপন করে, যেখানে অন্যের দুঃখকষ্টে সাড়া দিয়ে তা প্রতিকার করার প্রয়াস হলো প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক সত্যের বাস্তবায়ন হওয়া।অন্যদিকে বৌদ্ধ নীতিবিদ্যায় দেহগত অভিজ্ঞতা ও প্রতিবন্ধিতা হলো নৈতিকতার সূচনা বিন্দু, কারণ দুঃখ-কষ্ট সরাসরিভাবে দেহেই অনুভূত হয়। বৌদ্ধ দর্শনের প্রতিত্যসমুৎপাদ এবং অনাত্মা তত্ত্ব দেহকে একটি সম্পর্কযুক্ত, পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া হিসেবে প্রকাশ করে, তাই অতি অবশ্যই বলা যায় যে প্রতিবন্ধিতা কোনো ত্রুটি নয়, বরং মানব অস্তিত্বের একটি গঠনমূলক মাত্রা। এই দেহগত বাস্তবতা নৈতিকতাকে সহমর্মিতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সংবেদনশীলতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত করে। এই দৃষ্টিকোণকে বি. আর. আম্বেদকর সামাজিকতার সাথে সংযুক্ত করেন।তিনি দেখান যে দেহগত অভিজ্ঞতা নিছক ব্যক্তিগত নয়; বরং এগুলি সামাজিক কাঠামোর মধ্যে উৎপন্ন ও আরও তীব্র হয়।এভাবে নৈতিকতা এখানে অধিকার, অন্তর্ভুক্তি, সমতা এবং ন্যায়বিচারের প্রশ্নে রূপান্তরিত হয়।

এইভাবে, অদ্বৈত বেদান্তের সত্তাতাত্ত্বিক ঐক্য, স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহারিক নৈতিকতা এবং বৌদ্ধ নীতিবিদ্যার সহমর্মিতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সংবেদনশীলতা, অধিকার, অন্তর্ভুক্তি, সমতা ও ন্যায় বিচার নীতির সৃজনশীল সংলাপ দেহগত অভিজ্ঞতা ও প্রতিবন্ধিতার নৈতিক তাৎপর্যকে নতুনভাবে পুনঃনির্ধারণ করে। এই বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্রতিবন্ধিতা এমন কোনো ত্রুটি নয় যা কাটিয়ে উঠতে হবে; বরং এটি নৈতিক চেতনার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গভীরতর ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, যেখানে দেহগত বাস্তবতা মানব মর্যাদা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং ন্যায়বোধের পুনর্গঠনের ভিত্তি হয়ে ওঠে। সুতরাং, দেহগত অভিজ্ঞতাকে নৈতিকতার কেন্দ্রে স্থাপন করা কেবল একটি তত্ত্বগত পুনর্বিন্যাস নয়; বরং তার সাথে সাথে এটি হলো বর্তমান সমাজে অন্তর্ভুক্তি, অধিকার,ঐক্য, সমতা, সংবেদনশীলতা, সেবা (পারস্পরিক স্বীকৃতি, সম্পর্ক ভিত্তিক নৈতিক সহাবস্থান), মানব মর্যাদা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সহমর্মিতা এবং ন্যায়ভিত্তিক মানবিকতার পুনর্নির্মাণের এক অপরিহার্য দার্শনিক দিক নির্দেশনা; যাকে কোনোভাবেই অগ্রাহ্য করা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জি

কুন্ডু, শি। (১৯৫৮)। অদ্বৈতবেদান্তী স্বামী বিবেকানন্দ। কৃষ্ণগঞ্জ দেববাণী মন্দির।

গুপ্ত, দী। (২০১৭)। নীতিশাস্ত্র। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

All rights reserved. © 2026

ঘোষ, রা। (২০২১)। আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ। উদ্বোধন কার্যালয়।

চক্রবর্তী, সো। (২০২১)। নীতিবিদ্যার তত্ত্বকথা। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

চৌধুরী, সু। (১৯৯৭)। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। মহাবোধি বুক এজেন্সী।

দে, ঐ। (২০২৩)। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা। আহেলি পাবলিশার্স।

নন্দী, ন।, এবং বল, মা। (২০২৩)। ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান। শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস।

পূর্ণাত্মানন্দ, স্বা। (২০২১)। যুগদিশারী বিবেকানন্দ। উদ্বোধন কার্যালয়।

বসু, সু। (২০১১)। ভারতীয় দর্শন সমীক্ষা। সদেশ।

বিবেকানন্দ, স্বা। (১৯৪৭)।The Complete Works of Swami Vivekananda: খণ্ড – ৭। পবিত্রানন্দ, স্বা (সম্পাদিত)। অদ্বৈত আশ্রম।

বিবেকানন্দ, স্বা। (১৯৪৭)।The Complete Works of Swami Vivekananda: খণ্ড – ৮। যোগেশ্বরানন্দ, স্বা (সম্পাদিত)। অদ্বৈত আশ্রম।

ভট্টাচার্য, স। (২০০২)।ভারতীয় দর্শন। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।

ভদ্র, মৃ। (২০০৯)। নীতিবিদ্যা। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

মিত্র, গৌ। (২০১৩)। আদি শংকরাচার্য। গ্রন্থতীর্থ।

সেন, পৃ। (২০২১)। বাবাসাহেব আম্বেদকর জীবন ও দর্শন। তুহিনা প্রকাশনী।

হীরা, আ। (২০২৪)। বাবাসাহেব বি. আর. আম্বেদকর। পশ্চিমবঙ্গ দলিত সাহিত্য আকাদেমি।

All rights reserved. © 2026